12363 - জানাযার নামাযরে পদ্ধতি

প্রশ্ন

আশা করি আপনারা জানাযার নামাযরে পদ্ধতি পরস্কিার করবনে; ঠকি যভোবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সাব্যস্ত হয়ছে। কনেনা অনকে মানুষ জানাযার নামাযরে পদ্ধতি জানে না।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

জানাযার নামাযরে পদ্ধতি যমেনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ বর্ণনা করছেনে তা হল: প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর দবি, তারপর 'আউজুবল্লিাহ্' ও 'বসিমল্লিাহ্' পড়বে। তারপর সূরা ফাতহিা ও ছোট একটি সূরা পড়বে কংিবা কছিু আয়াত পড়বে। অতঃপর তাকবীর দবি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি দরুদ পড়বে যভোবে নামাযরে শষোংশে পড়া হয়। এরপর তৃতীয় তাকবীর দবি এবং মৃতব্যক্তরি জন্য দোয়া করব। উত্তম হচ্ছে এই দোয়াটি পড়া:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ أَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه

(হে আল্লাহ! আমাদরে জীবতি ও মৃত, উপস্থতি ও অনুপস্থতি, ছোট ও বড় এবং নর ও নারী সবাইকে ক্ষমা করে দনি। হে আল্লাহ! আমাদরে মধ্যে যাকে আপনি জীবতি রাখবনে তাকে ইসলামরে ওপর জীবতি রাখুন এবং যাকে মৃত্যু দবিনে তাকে ঈমানরে সাথে মৃত্যু দনি। হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি দয়া করুন, তাকে পূর্ণ নরিাপত্তায় রাখুন, তাকে মাফ করে দনি, তার মহেমানদারীকে মর্যাদাপূর্ণ করুন, তার প্রবশেস্থলকে প্রশস্ত করে দনি। আপনি তাকে পানি, বরফ ও শলিা দয়িে ধৌত করুন। তাকে গুনাহ থকেে এভাবে নর্মিল করুন যভোবে সাদা কাপড়কে ময়লা থকেে নর্মিল করা হয়। হে আল্লাহ্! তাকে তার ঘররে বদলে উত্তম ঘর দনি, তার পরবিাররে পরবির্তে উত্তম পরবিার দনি। হে আল্লাহ্! আপনি তাকে জান্নাতে প্রবশে করান এবং কবররে আযাব ও জাহান্নামরে আযাব থকেে আশ্রয় দনি। তার কবরকে প্রশস্ত করে দনি এবং তার জন্য আলোকতি করে দনি। হে আল্লাহ! আমাদরেকে তার (মৃত্যুতে ধর্যৈধারণরে) সওয়াব থকেে বঞ্চতি করবনে না

এবং তার (মৃত্যুর) পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করবেন না।) এ দোয়ার সম্পূর্ণ অংশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত আছে। আর যদি মৃতব্যক্তির জন্য অন্য কোন দোয়া করে তাহলে তাতেও কোন বাধা নেই। যেমন যদি এভাবে বলে যে,

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

(হে আল্লাহ! যদি তিনি সৎকর্মশীল হয়ে থাকেন তাহলে তার সৎকর্মে বৃদ্ধি দান করুন। আর যদি বদকর্মশীল হয়ে থাকে তাহলে তার গুনাহগুলোকে এড়িয়ে যান। হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। তাকে অটল বাণী দিয়ে অবিচল রাখুন।) এরপর চতুর্থ তাকবীর দিবে এবং কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করবে। তারপর 'আস্-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্' বলে ডান দিকে এক সালাম ফিরিয়ে ফেলবে।